যুগান্তর

তারিখ ... 11 MAR 2008.
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

# স্কুলবিহীন গ্রাম

আখাউড়ার শ্যামনগর গ্রামটিকে সকল দিক হইতে একটি অবহেলিত জনপদ বলাই মনে হইবে। গ্রামটির সহিত উপজেলা শহরের মধ্যে নাই কোন উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। তবে সবচাইতে অবাক করিবার এবং উদ্বেগের ব্যাপার হইল ঐ গ্রামে বিদ্যার্জনের জন্য নাই কোন প্রাইমারি স্কুলও। বলা হইয়া থাকে, যেইখানে শিক্ষার সুযোগ নাই, সেই স্থান আলোকহীন। তাহা হইলে শ্যামনগরকে কি একটি 'অন্ধকার' গ্রাম বলা উচিত হইবে? না, আমরা উহা বলিতে চাহি না। কারণ গ্রামের বাসিন্দারা শিক্ষার ব্যাপারে উদাসীন নহেন। তাহারা সন্তানদের দূরের পথ পাড়ি দিয়া আখাউড়া পৌর শহরের বিভিন্ন স্কুলে লেখাপড়া করিতে পাঠান। ছেলেমেয়েরা কষ্ট করিয়া সেইখানে গিয়া লেখাপড়া করিতেছে। তাহাদের কষ্ট এই কারণে যে, শ্যামনগর হইতে আখাউড়া শহরে যাইবার কোন রাস্তা ও সেতু নাই। ফলে যাতায়াতে তাহাদের চরম দুর্ভোগ পোহাইতে হয়। শুষ্ক মৌসুমে তৈরি করা বাঁশের সাঁকোর উপর দিয়া ছেলেমেয়েরা ঝুঁকি লইয়া পারাপার করিতে পারিলেও বর্ষা মৌসুমে সেই সাঁকো চলাচলের কাজে লাগে না। তখন তাহাদের জীবন পানিবন্দি। অথচ এই গ্রামে প্রায় দুই হাজার মানুষের বাস। স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রী রহিয়াছে গ্রামটিতে। সেইখানে একটি হইলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকিবার দাবি রাখে। অন্তত একটি প্রাইমারি স্কুল থাকা তো খুবই জরুরি। প্রতিটি গ্রামে কমপক্ষে একটি করিয়া প্রাইমারি স্কুল থাকিবে, এই কথা তো সরকারের উচ্চ পর্যায় হইতেই বলা হইয়া থাকে। শুধু সরকারি স্কুল কেন, বেসরকারি উদ্যোগেও তো একটি প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে। আজকাল বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বা এনজিওগুলির সহায়তায়ও অনেক প্রাথমিক স্কুল গড়িয়া উঠিতেছে। শ্যামনগর গ্রামের দিকে তাহাদের দৃষ্টি নাই কেন? দেশে এই রকম অনেক গ্রাম রহিয়াছে, যেই সকল স্থানে এখনও পর্যন্ত কোন প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই। দেশের ৬৮ হাজার গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই। সেই গ্রামগুলি চিহ্নিত করিয়া অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ লইতে হইবে, যাহাতে কেহ শিক্ষাবঞ্চিত না হয়। শুধু তাহাই নহে, শিক্ষার ব্যাপারে গ্রামের দরিদ্রশ্রেণীর মধ্যে আগ্রহ জাগাইয়া তুলিতে হইবে। দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা স্কুলে ভর্তি হইবার পর যাহাতে ঝরিয়া না পড়ে সেই উদ্দেশ্যে প্রণোদনামূলক ব্যবস্থাও লওয়া উচিত। সাক্ষরতা এবং প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে সরকার অনেক কিছু করিতেছে। উহার ফলে বাড়িতেছে শিক্ষার হারও। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত নারীদের বিনা বেতনে লেখাপড়ার ব্যবস্থা, মেয়েদের জন্য উপবৃত্তি ইত্যাদি শিক্ষার ব্যাপারে উল্লেখ ভূমিকা রাখিতেছে। এই ক্ষেত্রে আরও সফলতা পাইতে হইলে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬৮ হাজারে উন্নীত করিতে হইবে। শিক্ষাকে তৃণমূল পর্যায়ে সকলের নাগালের মধ্যে লইয়া যাইতে হইবে। আখাউড়ার শ্যামনগর গ্রামেও সরকার একটি প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ লইবে, ইহাই আমাদের প্রত্যাশা। উহা ছাড়া এই গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নেরও ব্যবস্থা লওয়া হউক।